W. B. HUMAN RIGHTS
COMMISSION
KOLKATA - 91

NOTE SHEET

134/SMC/17

Date : 11.04.2017

Enclosed is the news clipping of 'Ei samay', a Bengali daily dated 10th April, 2017, the news item is captioned "মাঝরাতে মুমূর্ষু রোগীকে ফেরাল চার হাসপাতাল"।

Attention of the Principal Secretary, Health, is directed to the following paragraph from the judgement in the case of PB KMS Vs State of W.B. reported in (1996) 4SCC 37.

The recommendations of the Committee have been accepted by the State Government and memorandum dated 22.8.1995 has been issued wherein the following directions have been given for dealing with patients approaching health centres / OPD/Emergency Departments of hospitals.

1) Proper medical aid within the scope of the equipments and facilities available at Health Centres and hospitals should be provided to such patients and proper records of such aid provided should be preserved in office. The guiding principle should be to see that no emergency patient is denied medical care. All possibilities should be explored to accommodate emergency patients in serious condition.
2) Emergency Medical Officers will get in touch with Superintendent / Deputy Superintendent / Specialist Medical Officer for taking beds on loan from cold wards for accommodating such patients as extra – temporary measures.
3) Superintendents of hospitals will issue regulatory guidelines for admitting such patients on internal adjustments amongst various wards and different kinds of beds including cold beds and will hold regular weekly meetings for monitoring and reviewing the situation. A model of such guidelines is enclosed with this memorandum which may be suitably amended before issue according to local arrangements prevailing in various establishments.
4) If feasible, such patients should be accommodated in trolley beds and, even, on the floor, when it is absolutely necessary

File No. 134/WBHRC/COM/Sm/17

Date : 11.04.2017

Enclosed is the news clipping of 'Ei samay', a Bengali daily dated 10th April, 2017, the news item is captioned "মাঝরাতে মুমূর্ষু রোগীকে ফেরাল চার হাসপাতাল"।

The Editor Ei Samay is requested to provide the particulars of the patients so that the Commission can get in touch with them.

(Justice Girish Chandra Gupta)

Chairperson

(Naparajit Mukherjee)

Member

Encl: News Item dt. 10.04.2017

Ld. Registrar to keep NHRC posted about cognizance taken on the subject by WBHRC and upload in website.

W. B. HUMAN RIGHTS
COMMISSION
KOLKATA - 91

NOTE SHEET

He is directed to file a report within 18th May, 2017.

(Justice Girish Chandra Gupta)
Chairperson

(Naparajit Mukherjee)
Member

Encl: a) News reporting dt. 10.04.2017

b) Copy of Judgement (1996) reporting in SCC 37.

Ld. Registrar to keep NHRC posted about cognizance taken on the subject by WBHRC and upload in website.

মাঝরাতে মুমূর্ষু রোগীকে ফেরাল চার হাসপাতাল

এই সময়: রাতের শহরে গুরুতর অসুস্থ দুই রোগীকে ফেরাল চারটি সরকারি হাসপাতাল। এর মধ্যে হার্টের রোগী এক ষাটোর্ধ্বকে ফেরানোর অভিযোগ তিন-তিনটি মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের বিরুদ্ধে। ক্ষমতায় আসা ইস্তক মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সরকারি স্বাস্থ্য ব্যবস্থাকে মানবিক হওয়ার আবেদন জানিয়ে এসেছেন। বেসরকারি হাসপাতাল নিয়ে তো সম্প্রতি তিনি জেহাদ ঘোষণা করেছেন। কিন্তু শনিবার রাতে দেখা গেল, মুমূর্ষুকে ফেরানোয় বিরাম নেই সরকারি হাসপাতালেরও।

প্রথম ঘটনার ভুক্তভোগী হাওড়ার সাঁকরাইলের এক রোগীর পরিবার। শনিবার রাতে হার্টব্লকের শিকার ওই রোগী কচিরাম পরামানিককে ঘুরতে হল তিনটি হাসপাতালে। কিন্তু রাত একটা থেকে রবিবার ভোর পর্যন্ত ঘুরেও সাঁকরাইলের ওই বৃদ্ধের শেষ পর্যন্ত ঠাঁই হয়নি এসএসকেএম, কলকাতা মেডিক্যাল ও এনআরএসে। বুকে ব্যথা, বার বার জ্ঞান হারানো আর প্রবল শ্বাসকষ্ট নিয়ে শেষ পর্যন্ত এ দিন সকল ছ'টা নাগাদ তাঁকে বাড়ি ফিরিয়ে নিয়ে যেতে বাধ্য হন অসহায় পরিজন। দ্বিতীয় ঘটনার শিকার খড়দহের এক যুবক। রামনবমীর মিছিলে আহত ওই যুবক পাপ্পু তাঁতিকে সারা রাত ফেলে রাখার পর আর জি থেকে জানানো হয়, বেড নেই। ভাঙা পা আর ক্ষতস্থান থেকে ক্রমাগত রক্তপাত সয়ে তিনিও বাড়ি ফিরে গিয়েছেন বাধ্য হয়েই।

আড়াই দশক আগে কলকাতারই এমন একটি ঘটনার জেরে মুমূর্ষুকে বাধ্যতামূলক চিকিৎসার দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছিল দেশের শীর্ষ আদালত। ১১৯২ সালে দক্ষিণ ২৪ পরগনার খেতমজুর হাকিম শেখ মাথায় গুরুতর আঘাত পেয়েছিলেন। কিন্তু কলকাতার পাঁচটি সরকারি মেডিক্যাল কলেজ কিংবা সমতুল হাসপাতাল-সহ মোট আটটি সরকারি হাসপাতাল ঘুরেও কোথাও ঠাঁই মেলেনি তাঁর। বিষয়টি আদালতে গড়ালে ১৯৯৪-তে সুপ্রিম কোর্ট নির্দেশ দেয়, 'গুরুতর অসুস্থ বিশেষ করে দুর্ঘটনাগ্রস্ত মানুষ, যাঁর জরুরি চিকিৎসার প্রয়োজন রয়েছে, তাঁকে কোনও হাসপাতাল বা চিকিৎসকের কাছে নিয়ে যাওয়া হলে, সংশ্লিষ্ট হাসপাতাল/চিকিৎসক আহতকে জরুরি চিকিৎসা দিতে বাধ্য থাকবেন। রোগীর অর্থনৈতিক অবস্থা কিংবা অন্য কোনও বিষয়ের কারণেই জরুরি চিকিৎসা থেকে তাঁকে বঞ্চিত করা যাবে না।'

কিন্তু বাস্তবে শনিবার দেখা গেল, পরিস্থিতি বদলায়নি এতটুকু। কচিরামের ছেলে প্রদীপের অভিযোগ, 'স্থানীয় ডাক্তারবাবু বাবাকে দেখেই বলেছিলেন, হার্টব্লক হয়েছে। অবিলম্বে বড় হাসপাতালে ভর্তি করা প্রয়োজন। কিন্তু রাতে এসএসকেএমে পৌঁছে দুর্ব্যবহার ছাড়া কিছু জোটেনি। ২০১৫ থেকে বাবা ওই হাসপাতালের চিকিৎসাতেই রয়েছেন। তা-ও শনিবার রাতে আমাদের প্রায় তাড়িয়েই দেওয়া হয়।' তিনি জানান, এর পরে প্রথমে মেডিক্যাল ও পরে এনআরএসে গিয়েও তাঁদের একই কথা শুনতে হয়— বেড নেই। স্রেফ ক'টা ইঞ্জেকশন দিয়েই দায় সারেন ওই দু'টি হাসপাতালের ইমার্জেন্সির চিকিৎসকরা।

ঘটনা হল, রবিবার রাত পর্যন্ত কোনও সরকারি হাসপাতালে ভর্তি করা যায়নি কচিরামকে। এসএসকেএমের উপাধ্যক্ষ মণিময় বন্দ্যোপাধ্যায় অবশ্য 'খোঁজ নিয়ে

দেখছি'র বেশি কোনও মন্তব্য করেননি। মেডিক্যালের উপাধ্যক্ষ শিখা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে যোগাযোগ করা যায়নি। এনআরএসের উপাধ্যক্ষ হাসি দাশগুপ্ত ব্যস্ততার কারণে সংবাদমাধ্যমের সঙ্গে কথা বলতে চাননি।

খড়দহের ৫ নম্বর প্যানিট্যাঙ্কি এলাকার বাসিন্দা পাপ্পু তাঁতির ক্ষেত্রেও একই ঘটনা। বোমার আঘাতে ওই যুবকের বাঁ পা জখম হয়েছিল ক'দিন আগে। চিকিৎসা চলছিল স্থানীয় স্তরেই। কিন্তু রক্তক্ষরণ না-থামায় তাঁকে শনিবার রাত ১১টা নাগাদ আর জি করে নিয়ে যাওয়া হয়। পাপ্পু যেখানে ভাড়া থাকেন, সেখানকার বাড়িওয়ালা বিকাশ সাউয়ের অভিযোগ, 'রাতে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ফেলে রাখল ওকে। মাঝরাতে শুধু একটু ড্রেসিং করে দিল। ভোর পাঁচটা নাগাদ বলল, বেড খালি নেই, বাড়ি নিয়ে চলে যান।' তাঁর আশঙ্কা, বাড়িতে অপর্যাপ্ত চিকিৎসায় সংক্রমণ আর অন্য জটিলতার জেরে পরে প্রাণসংশয় হবে না তো বছর পঁচিশের ওই যুবকের? আরজি কর কর্তৃপক্ষের থেকে অবশ্য কোনও সদুত্তর মেলেনি। হাসপাতাল কর্তারা শুধু জানিয়েছেন, এমনটা হওয়ার কথা নয়।